দৈনিক সংবাদ

041

তারিখ ... 3 AUG 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম

ঝিনাইদহ, ৩০শে জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--শিক্ষকের স্বল্পতা, স্থান সংকট, চেয়ার-বেঞ্চ-টেবিলসহ আসবাবপত্রের অভাব, সর্বোপরি অর্থনৈতিক টানাপোড়েন-সহ বিভিন্নমুখী সমস্যার আবর্তে পড়ে. নওদা-গ্রাম-কাশীপুর লেঃ জেঃ হোঃ মোঃ এরশাদ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ফলে এখানে অধ্যয়নরত ২শ' ৩জন ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্যোগে ১৯৬৬ সালে কোট-চাঁদপুর পৌরসভাধীন নওদাগ্রাম-কাশীপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামের লোকজন বিদ্যালয়ের নামে ৭২ শতক জমি দিলেও ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল দীর্ঘ ১৯ বছরেও বিদ্যালয়গৃহ বলতে যা বুঝায় তা করার সামর্থ্য গ্রামবাসীর হয়নি। একটি ভাঙ্গা খড়ের চালের নীচে টিম্‌টিম করে বিদ্যালয়ের কাজ কোনরকমে চলছিল। ১৯৮৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এলাঙ্গিতে সামরিক মহড়া পরিদর্শন উপলক্ষে এই পথে যাবার সময় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হোঃ মোঃ এরশাদকে এখানে নামতে বাধ্য করে। বিদ্যালয়ের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে রাষ্ট্রপতি ১৫ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। অনুদানের এই টাকায় ছোট একটি পাকা ঘর করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে বিদ্যালয়টির নাম রাখা হয় লেঃ জেঃ হোঃ মোঃ এরশাদ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে ঘরটির দরজা-জানালা আজও হয়নি। আশপাশের কয়েকটি গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য এই একটিই মাত্র বিদ্যালয়। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ২০৩ জন। দরজা-জানালাবিহীন অপরিসর ঐ এক ঘরেই এদের বিদ্যা-সাধনা চলছে। অবশ্য পরে পৌরসভা থেকে ১২ হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল। সেই টাকায় তৈরী আর একটি ঘর অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আসবাবপত্র বলতে সর্বসাকুল্যে ছোট ছোট ৫টি বেঞ্চ আছে যাতে খুব বেশী হলেও ২৫ জনের মত ছাত্র-ছাত্রী বসতে পারে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য বাড়ী থেকে ছালা আনতে হয়। আলমারী, টেবিল দূরে থাক, একটি চেয়ারও নেই। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা দাঁড়িয়ে ক্লাশ নেন। ২শ' ৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন মাত্র ৩জন। প্রধান শিক্ষক শামসুল আলম আছেন ১৪ বছর। অপর দু'জন শিক্ষিকা রিজিয়া খাতুন ৭ বছর, এবং বদুরা খাতুন ৪ বছর। শাম-সুল আলম গ্রামের ছেলে এবং রিজিয়া খাতুন ও বদুরা খাতুন গ্রামেরই বধূ বলে পারিশ্রমিক তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা না দেয়ার কারণেই বিদ্যালয়টি এখনো কোন-রকমে টিকে থাকলেও যেকোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, "একটি বিদ্যালয় আছে শুনেছি; কিন্তু মাত্র তিন মাস এসেছি, বিদ্যালয়টি আমি এখনো দেখিনি।"

ঝিনাইদহ : দরজা-জানালাবিহীন নওদাগ্রাম-কাশীপুর লেঃ জেঃ হোঃ মোঃ এরশাদ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান হাল।
—সংবাদ